14-10-50

পঞ্চাশের

পরিচালক—সুধীশ চন্দ্র ঘটক

কাহিনী :—সুবোধ ঘোষ
চিত্রনাট্য :—মনীন্দ্র দত্ত
সম্পাদক :—
অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়
গান-স্তোত্র-কবিগান :—
কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ
সুরশিল্পী :——নরেশ ভট্টাচার্য
আবহ সঙ্গীত :—কমল মিত্র
চিত্রশিল্প :—সুবোধ বন্দ্যোঃ
ব্রতকথা :—দক্ষিনারঞ্জন
মিত্র মজুমদার
শব্দযন্ত্রী :—জে, ডি, ইরানী
শিল্প-নির্দ্দেশক :—বটু সেন
কর্ম্ম-সচিব :—জীবেন বসু
ব্যবস্থাপক :—গোরা গুপ্ত
স্থিরচিত্র :—মেসার্স স্টিল
ফটো সার্ভিস
রসায়নাগারিক :—
ধীরেন দাশগুপ্ত
রূপসজ্জা :—শৈলেন গাঙ্গুলী
ষ্টুডিয়ো ব্যবস্থাপক :—
প্রমোদ সরকার
নৃত্যপরিচালক :—
অতীন লাল গাঙ্গুলী

সহকারীগণ

পরিচালনায় — পশুপতি ভাদুড়ী. শৈলেন দত্ত, সন্তোষ পাল, অনন্ত মৈত্র।
চিত্রশিল্পে — ননী দাশ।
শব্দযন্ত্রে — সন্তু বোস।
রসায়ণে — শম্ভু সাহা, সামান্ত রায়, ননী চট্টোপাধ্যায়, অমুল্য দাশ, সুরেশ রায়।
রূপসজ্জায় — দুলাল দাশ, রাধিকা চন্দ।
আলোক নিক্ষেপ — হেমন্ত দাশ, মদন সেন, আহম্মদ, মনীন্দ্র দে, রামপ্রসাদ, আশু দত্ত, মণ্টু সিংহ।
প্লে ব্যাকে — সরোজ বসু, রবীন সেন।
ব্যবস্থাপনায় — নিরঞ্জন শীল।
সম্পাদনায় — নির্মলানন্দ মুখোপাধ্যায় নারায়ণ দাশ।
শিল্পনির্দ্দেশনায় — নরেশ ঘোষ, কানাই চট্টোপাধ্যায়।

যন্ত্র-সঙ্গীত :—হিজ মাষ্টার্স ভয়েস অর্কেষ্ট্রা (নিউম্যান পরিচালিত)

চরিত্র-চিত্রনে—সন্ধ্যারাণী, কেতকী, অপর্ণা, পুষ্প, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, সাধন সরকার, সন্তোষ সিংহ, জীবেন বসু, ফণী রায়, তুলসী চক্রবর্তী কুমার মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ঘোষ, বলরাম ব্যানার্জী, শৈলেন দত্ত, সুধাংশু, সুনীত, শৈলেশ, নিমাই, পরিমল, মাষ্টার অনিল, মাষ্টার জানকী, দুর্লভ ঢুলি, সুধীর, কানাই, অমল, দেবেন, রমাপদ, কার্তিক।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিয়োতে রীভ্ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিয়ো ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

জয়তু জীবতু পঞ্চায়তম্ !
জনগণ-কল্যাণমন্ত্র বিঘোষিত
দুখভয়ভজন গুণীজনশোভিত
ক্ষুব্ধ ব্যথিত কোটি অন্তরে বন্দিত
গণ-অভিনন্দিত শঙ্কাহরম্ !
সংঘনিয়ামক শাশ্বত শিবম্
বিদ্যাশিল্পকৃষিপালক নিত্যম্
গতমপিভারতে নবাগতমাশা
সাম্য-শান্তি-সুখ বিবর্দ্ধনম্ !
ত্বংহি বহুজন গুণজ্ঞানমণ্ডিত
অগণিত লঘুগুরু প্রাণে প্রাণে ছন্দিত
শাসন-শোষণ-শঙ্কা বিমর্দ্দন
মৈত্রীবিধায়ক পঞ্চজনম্ !
ভো জনমণ্ডলী জনপদবাসী
গণ-কল্যাণব্রত চির অবিনাশী
সত্যমেব জয় নান্যর্পন্থা
শৃনুরে সংসারে পরাৎপরম্ !

কাহিনী

মানিকপুর গ্রাম। দুঃখ দুর্দ্দশা অভাব অভিযোগের মধ্যে দিয়ে গরীব চাষীদের দিন কাটে। জমিদার সহরে থাকে, নায়েবই জমিদারীর হর্তা কর্তা বিধাতা—গরীব প্রজাদের নির্ম্মমভাবে শাসন ও শোষণ করাই তার একমাত্র পেশা। বৃদ্ধ রূপচাঁদ মণ্ডল গরীব গ্রামবাসীদের একজন প্রধান মাতব্বর—গ্রামের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দ্যাখে—কিন্তু জমিদারপক্ষীয় নায়েব ও তা'র প্রতিবেশী বন্ধু নিতাই চৌকিদারের কুটিল ষড়যন্ত্রে রূপচাঁদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রূপচাঁদ আজ গরীব হয়ে পড়েছে তা'র সে আগেকার দাপট আর নেই—নিতাই চৌকিদার তাই রূপচাঁদের বন্ধুত্ব স্বীকার করে না। রূপচাঁদের যখন সুসময় ছিল নিতাই একদিন তার একমাত্র কন্যা মালতীর সঙ্গে রূপচাঁদের ছেলে সাধুরামের বিয়ে দেবার জন্য কপিলেশ্বর তলায় শপথ করেছিল। যুদ্ধের বাজারে চোরাকারবার করে নিতাই এখন অবস্থাপন্ন লোক; এখন সে তা'র শপথের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে।

এদিকে নিতায়ের মেয়ে মালতী সাধুরামকে ভালবাসে, কিন্তু বদ্‌মেজাজী বাপের ভয়ে মুখ ফুটে একটি কথাও বলতে পারেনা—। মালতী ও সাধুরামের প্রতিবেশী কুঞ্জ আর নতুন-বৌ চেষ্টা করে যাতে মালতী ও সাধুরামের মিলন হয়। একদিন মালতী নতুন বৌকে জানালো তা'র বাবা নিতাই তা'র বিয়ে ভিন গ্রামের এক পাত্রের সঙ্গে ঠিক করেছে। কুঞ্জের মুখে খবরটা শুনে সাধুরাম বিচলিত হ'ল।

কপিলেশ্বর তলার মেলায় কবির লড়াই চলেছে—রূপচাঁদ মোড়ল আর সাধুরামকে গ্রামবাসীদের সামনে অপমান করবার জন্য নিতাই চৌকিদার একজন কবিকে মোটা বখশিস দিয়ে কবি গানের আসরে বসে উৎসাহ দিচ্ছে—রূপচাঁদ ও সাধুরামের অপমান কুঞ্জের কাছে অসহ্য লাগলো। কুঞ্জ বিরুদ্ধ দলের কবিকে গোপনে মোটা বখশিস দিয়ে নিতাই চৌকিদারের ভণ্ডামীর মুখোস খুলে দেবার পরামর্শ দিল। কবির লড়াই জমে উঠলো—কুঞ্জের পক্ষ নিয়ে অপর কবি

তীব্র ভাষায় নিতাই চৌকিদারকে আক্রমণ শুরু করায় নিতাই ক্ষিপ্ত হয়ে কবিয়ালকে মারতে গেল—

বর্ষাকাল প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি বন্যার গর্জন শোনা গেল —বৃদ্ধ রূপচাঁদ মোড়ল কপিলেশ্বর তলায় প্রার্থনা করছে —সাধুরাম ছুটে এল বাপকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য। হঠাৎ নদীর বুক থেকে সাহায্য প্রার্থনার আর্তনাদ শুনে সাধুরাম নিজের জীবন বিপন্ন করে যাদের উদ্ধার করে আনলো—অদৃষ্টের এমনি পরিহাস তারা মালতীর ভাবী বর ও শ্বশুর !

বন্যায় সমস্ত গ্রাম ভেসে গেছে—বহু দরিদ্র চাষীর সর্বনাশ হয়েছে—দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আসন্ন। বাঁধ কেটে বন্যার জল বের করে না দিলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। এই সুযোগে নায়েব গোমস্তা নিতাই চৌকিদার ও ইউনিয়ন বোর্ডের রাঘব বোয়ালরা জলমগ্ন জমিগুলিতে মাছের ব্যবসা করবার জন্য পরামর্শ কোরে ঢ্যাঁড়া পিটে সমস্ত ডুবোজমি পয়োস্থি ঘোষণা করে দিলে। চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে পড়লো —রূপচাঁদ মোড়ল ও সাধুরামের পরামর্শে তা'রা পঞ্চায়েৎ ডেকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাঁধ ভেঙ্গে দেবার জন্য এগিয়ে গেল। মনসার মুখে খবর পেয়ে নিতাই চৌকিদারও পাইক বরকন্দাজ নিয়ে বাধা দিতে গেল—রীতিমত লাঠালাঠি বাধলো। নিতাই চৌকিদারের দল সম্পূর্ণ রূপে হেরে যেত কিন্তু সাধুরামের দুর্বলতা ! মালতীর বাবার মাথায় কেমন করে লাঠি চালাবে ?—ইতঃস্তত করছে এমন সময় নিতাই চৌকিদার লাঠির ঘায়ে সাধুরামের মাথা ফাটিয়ে দিলে। সর্বহারা চাষীর দল শক্তিশালী নায়েবের অত্যাচারে চরম লাঞ্ছনা ভোগ ক'রলো।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে নতুন বৌয়ের কাছে সাধুরাম শুনলো মালতী নতুন বৌয়ের কাছে দুঃখ করে জানিয়েছে—সামান্য কন্যাপণ দিয়ে মালতীকে গ্রহণ করবার মত পুরুষ যদি মাণিকপুরে থাকতো তবে তাকে ভিন গাঁয়ে যেতে হত না। শুনে সাধুরাম দুঃখে, অভিমানে হতাশায় চঞ্চল হয়ে উঠলো।

নিশুতি রাত। নদীর ঘাটে নৌকা থেকে একজন আরোহী নামলো, তার হাতে একটি ব্যাগ—আরোহী অন্ধকার গ্রামপথে এগিয়ে চলেছে—সশস্ত্র সাধুরাম কন্যাপণ সংগ্রহের জন্য মরীয়া হয়ে সেই আগন্তুকের কাছ থেকে টাকাকড়ি ছিনিয়ে নেবার জন্য মুখোমুখি হল—সাধুরাম দেখলো আগন্তুক একজন সন্ন্যাসী—সাধুরামের

দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন, আক্রমনোদ্যত সাধুরামের হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়লো—সন্ন্যাসী শিবনাথ সাধুরামকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

শিবনাথ একদিন আবিষ্কার করলেন গ্রামবাসীরা কপিলেশ্বর নামে যে দেবতার এতকাল পূজা করে আসছে—আসলে সেটি একটি প্রাচীন শিলালিপি। শিবনাথ সিঁদুর চন্দন পরিস্কার করে দেখলেন সেই শিলালিপিতে পঞ্চায়েৎ সম্বন্ধে একটি অপূর্ব স্তোত্র উৎকীর্ণ রয়েছে। এতকাল পরে রূপচাঁদ মোড়লের পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল হল। সন্ন্যাসী শিবনাথ গ্রামবাসীদের সঙ্গবদ্ধ করে পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠার শুভদিনে স্তোত্রটি গান গেয়ে শোনালেন ও অত্যাচারীর তৈরী বাঁধ ভেঙ্গে ফেলবার জন্য শোভাযাত্রা করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন।

এদিকে মালতী তা'র বিবাহের দিন অশ্রুসিক্ত চোখে ব্রতকথা গান করছে, নতুন বৌয়ের কাছে শুনলো সাধুরাম ও গ্রামবাসীরা বাঁধ ভাঙ্গতে যাচ্ছে। মালতীর মন আবার অস্থির হয়ে উঠলো। নিতাই চৌকিদারের বাড়ীর সামনে দিয়ে পঞ্চায়েৎ স্তোত্র গাইতে গাইতে শোভাযাত্রা চলেছে—নায়েবের আহ্বানে সদর থেকে পুলিশফৌজ ও পুলিশ অফিসর এসে গেল—একদিকে সন্ন্যাসী শিবনাথের নেতৃত্বে পঞ্চায়েতের জঙ্গী সভ্যরা বাঁধ ভাঙবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে—অন্যদিকে নায়েব ও নিতাই চৌকিদারের কাছ থেকে মিথ্যা অভিযোগ শুনে পুলিশ ফৌজ রাইফেল হাতে এগিয়ে আসছে—মালতী কি করবে ? ? ? ?

সঙ্গীতাংশ

এক

ধান মোদের প্রাণ আহা ধান মোদের প্রাণ !
জো'য়ে জো'য়ে ফসল রুয়ে বাড়াই মাটির মান
আহা ধান মোদের প্রাণ !
সোনার মাটি চারায় ঢাকা
টিয়ে পাখির সবুজ পাখা
ঝড় বাদলে বুকদে' রুখি' নোনা গাঙের বান্
আহা ধান মোদের প্রাণ !

লক্ষ্মী মায়ের আঁচলখানি ফসল দিয়ে বোনা।
চাষীর হাতে কাস্তে লাঙল ফলায় কাঁচা সোনা ॥
মোদের ডিঙি গাঙের জলে
গুণ টেনে যায় সাঁঝ সকালে
ক্ষেত-খামারের গান গেয়ে যায় নদীর কলতান ॥

বিমলচন্দ্র ঘোষ

দুই

উর্-র্-র্ জাগ জাগ জাগিন ঘিনা জারঘি নিনা।

লাগ ভেল্‌কি লাগ্ লাগ্ লাগ ভানুমতীর নামে।
মন্তরে মন জোড়া লাগে
ঝিমিয়ে পড়া পীরিত জাগে
আঁটকুড়ো মা'র বুক ভরে যায় ঘুম পাড়ানী গানে।

শিকড় মাকড় তাবিজ তাগা বিলাই ঘরে ঘরে
সাঁই-আল্লা-কৃষ্ণ-কালী-মনসা মায়ের বরে—
জড়ীবুটি মন্তরেতে
মনের মানুষ উঠবে মেতে
মন-ভোমরা গুনগুনিয়ে উঠবে প্রাণে প্রাণে ॥

বিমলচন্দ্র ঘোষ

তিন

মালতী : সখি, পথে যেতে যেতে কেন নাচিল নয়ন ?
ফাগুনের কুহুগানে অলস চরণ ॥
কেন নাচিল নয়ন !

তারা : আঁখি তোর নাচে কেন জানি লো জানি।
বুক ফাটে তবু মুখে ফোটেনা বাণী ;
জানি জানি কেন তোর নাচিল নয়ন ॥

মালতী : কী জানো কী জানো বলোনা মোরে
রেখোনা মিছে আর ছলনা ঘোরে
দখিনা বাতাসে সখি উতলা যে মন॥

তারা : যা'র লাগি আনমনা প্রেমের গানে
পুলক জাগায় তোর গোপন প্রাণে
তারি সাথে মিলনের আসে শুভলগন॥

বিমলচন্দ্র ঘোষ

চার

জল থৈ থৈ জল থৈ থৈ চাঁদ ভাসে জলে।
জল থই থই থই জল থই থই থই চাঁদ ভাসে জলে।
পরাণ বধুর প্রেমের মধু ঝরে
মাতাল হাওয়ায় মনটা কেমন করে
ওসে, পালিয়ে বেড়ায় হাতছানি দেয় মন ভোলানোর ছলে॥
তিয়াষ-ভরা সরস রাঙা ঠোঁটে
পরশে তা'র গোলাপ কুঁড়ি ফোটে
নাচের তালে গলার মালা দুলছে বধুর গলে॥
মনের মানুষ বাজায় বনের বাঁশী
শিউরে ওঠে রাঙা চাঁদের হাসি
প্রেম-নাগিনী নাচায় ফণা বুকের ঝাঁপি তলে॥

বিমলচন্দ্র ঘোষ

পাঁচ

কুলগঙ্গা কুল-কুমারী বরে শিলেশ্বরে।
বিল্বপত্রে গঙ্গাজলে শিব পূজন করে॥
আত্তিকালে জনম শিবের সত্যিকালে পা।
চার যুগেতে পঞ্চবদন পঞ্চ দেবতা॥
পাড়া পড়শি বলেন শিব শিরে ধরেন জটা।
ভস্ম মেখে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষের ঘটা॥
কাহন কড়ি নেইকো শিবের ফেরেন বাড়ী বাড়ী।
গিরিরাজ দেন কিসে তারে আপন ঝিয়ারী॥
ভিখারী কি হলেন শিব ভিক্ষের তরে।
মনে মনে সতীর চোখে শাওন ধারা ঝরে॥

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

প্রথম কবিয়াল— ও যা'র, শ্মশানে বাস মশানে বাস অঙ্গে মাখা ছাই।
সেই সাধুর এবার বায়না শোনো মালতী ফুল চাই॥
আহা, কে যে বেটার নাম রাখিল জন্মকালে সাধু।
আবার, মালতী ফুল গলায় নিতে সখ করেছেন যাদু॥
এবার, গাঁজা টেনে পরুক গিয়ে ধুতরো ফুলের মালা।
মিছে, মালতী ফুল গলায় নিয়ে বাড়বে বুকের জ্বালা॥

দ্বিতীয় কবিয়াল— বলি, শোনরে বেটা বুদ্ধিমোটা করলি রে তুই ঠিকে ভুল।
ছিছিছি, চুরীর টাকায় বাগান রচা—
ছিছিছি, চুরীর টাকায় বাগান রচা তায় ফুটেছে
মালতী ফুল॥
আহা, সে ফুল ঝরে পড়ল বলে যৌবনে তার শুকায় দল।
ও তার, ভোমরা বঁধু এলোনারে মিছেই ঝরে চোখের জল॥
আরে তুই তো বেটা ছুঁচোর ছুঁচো—
আরে তুই তো বেটা ছুঁচোর ছুঁচো স্বয়ং যিনি হিমালয়।
ভিখারী শিবের হাতে কন্যা দিয়ে হ'লেন শেষে পুণ্যময়॥

প্রথম কবিয়াল— থামরে পাগল আস্ত ছাগল তুলনা দিস কার সাথে?
বুঝবি কি তুই পুরাণ পুথি মুখ ধুয়ে আয় গঙ্গাতে॥
হা-ঘরে এক মাঝির ঘরে কন্যা দেবে মরণ কার?
যে ভুল কোরে দক্ষরাজা এনেছিলেন ধ্বংস তাঁর॥
গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল চালচুলোহীন বংশ যা'র।
বামন হয়ে চাঁদের লোভে এবার দেখিস্ পতন তা'র॥
মালতী ফুল গলায় নেবে খেয়া মাঝির সখ কত।
পাটনী একটা খুঁজে নিতে বোলগে যা তায় অন্ততঃ॥

দ্বিতীয় কবিয়াল— বলি, থাম থাম থাম্ খুব হয়েছে থামারে তোর বক্তিমে।
তোর, চুল পেকেছে দাঁত পড়েছে ভুল বকছিস অন্তিমে॥
দক্ষ যজ্ঞের কথাগুলো কর একবার স্মরণ—
দক্ষরাজার ছাগমুণ্ড হ'ল কি কারণ?
শেষকালে না ছাগমুণ্ড লাগে চোরের ঘাড়ে।
সব অহঙ্কার ঘুচে যাবে ডাকবে ভ্যা ভ্যা করে॥
জয় বাবা কপিলেশ্বর সবই তোমার জানা।
সত্যভঙ্গ করে পিঁপড়ের গজালো আজ ডানা।
গ্রামবাসীদের ক্ষুধার অন্ন বিদেশে চালান দিয়ে।
অনেক টাকা জমিয়েছে আজ দালাল গিরি নিয়ে॥
ভবপারে যাবার কড়ি আছে কি তার জমা।
সময় থাকতে মাঝির পায়ে এই বেলা চা' ক্ষমা॥
শেষের সেদিন ঘনিয়ে এল সাক্ষাৎ মরণ।
চোরের হাতে চৌকিদারী মজার কথা শোন্॥

বিমলচন্দ্র ঘোষ

রজনীকান্ত দত্ত কর্ত্তৃক ১০৭, লোয়ার সারকুলার রোড, মুভিস্থান লিঃ পক্ষ হইতে
সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ৪২, ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩,
শৈল আর্ট প্রেস হইতে উমাপতি গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

—দাম দুই আনা—